بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনের ফজিলত, অবস্থান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। জামাতের বন্ধুদের কাছে পাকিস্তান, বুরকিনা ফাঁসো এবং বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়ার আন্তরিক তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা জুমআর আয়াত

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَیُزَکِّیۡهِمۡ وَیُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَةَ ٭ وَاِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۙ وَّاٰخَرِیۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন: এই আয়াতগুলির অনুবাদ হল- তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে এক মহান রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল, এবং তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন তাদের মধ্য হতে অন্য লোকের মধ্যেও যারা এখনও পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি, এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

২৩শে মার্চ জামাত আহমদীয়ার কাছে 'মসীহ্ মাওউদ দিবস' নামে পরিচিত। আমরা সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদীকে তাঁর অঙ্গীকার এবং মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মান্য করার সুযোগ দিয়েছেন। ২৩ মার্চ, ১৮৮৯ সালে, তিনি (আ.) লুধিয়ানায় বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্ঠাবানদের একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। সূরা জুমা'র যে আয়াতগুলো আমি তিলাওয়াত করেছি, সেখানে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ সেবকের আগমন এবং তাঁর (আ.) মাধ্যমে একটি জামাত প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য আয়াত ও হাদীসেও এ সুসংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। এ সময় আমি এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এবং আসন্ন মসীহের সময়ের বিভিন্ন নিদর্শন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায়

বর্ণনা করব। একইভাবে, আমি তাঁর (আ.) ভাষায় তাঁর দাবীগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করব।

এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেনঃ এই আয়াতের সারমর্ম হল, খোদা তাআলা হলেন সেই খোদা যিনি একজন রসূলকে এমন সময়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে দূরে গিয়ে পড়েছিল। ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান, যার মাধ্যমে আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মানুষের আত্মা তার পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়, সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর এমন এক সময়ে মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল উম্মীকে প্রেরণ করেন এবং এই রসূল তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার জ্ঞানে পরিপূর্ণ করেন, অর্থাৎ নিদর্শন ও অলৌকিকতার মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণ নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি (সা.) বলেনঃ আরেকটি দল আছে যারা শেষ সময়ে আবির্ভূত হবে, তারাও প্রথমে অন্ধকার ও গোমরাহীতে থাকবে, তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে সাহাবীর রঙে গড়ে তুলবেন। এমনকি তাদের আন্তরিকতা ও ঈমান সাহাবায়ে কেরামের আন্তরিকতা ও ঈমানের মত হয়ে যাবে। সহীহ হাদীসে আছে যে, এ হাদীসের সময় মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফারসীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, لو كان الايمان معلقا بالثريا لناله رجل من فارس সে যুগের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কুরআনকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এটি সেই সময় যা প্রতিশ্রুত মসীহের সময়। এই ফার্সি বংশোদ্ভূত হলেন তিনিই যার নাম মসীহ্ মাওউদ।

তিনি (আ.) বলেনঃ এই আয়াতের অর্থ হল, সম্পূর্ণ পথভ্রষ্টতার পর হেদায়েত ও প্রজ্ঞা লাভকারী এবং মহানবী (সা.) এর অলৌকিক ঘটনা ও কল্যানরাজি প্রত্যক্ষকারী মাত্র দুইটি শ্রেণী হবে। প্রথমটি সাহাবীদের এবং দ্বিতীয় দল যারা সাহাবীদের মত তারা হলেন প্রতিশ্রুত মসীহের মান্যকারী দল। কারণ এই দলটিও মহানবী (সা.)-এর মো'জেযা প্রত্যক্ষ্য করতে চলেছে। আজকাল এমনটাই হচ্ছে। আজ তেরশত বছর পর মহানবী (সা.) এর মো'জেযার দরজা উন্মুক্ত হয়েছে এবং মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ্য করেছে যে, দারকুতুনীর হাদিস ও ইবনে হাজারের ফতোয়া অনুযায়ী রমজান মাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ দেখা দিয়েছে। তারপর **যুস সিনীঈন তারকা** (দুই পুচ্ছধারী নক্ষত্র) যাকে আগমনকারী মাহ্দী এবং মসীহ্ মাওউদের যুগে বের হওয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, হাজার হাজার লোক প্রত্যক্ষ্য করেছে। একইভাবে জাভার আগুনেরও সাক্ষী ছিল হাজার হাজার মানুষ। প্লেগের বিস্তার ও হজ্জ পালনে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার সাক্ষী সবাই। দেশে রেলপথের উন্নয়ন, উট পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া- এ সবই ছিল মহানবী (সা.)-এর মো'জেযা (অলৌকিক ঘটনা) যেগুলো আজ একইরকমভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম সেই যুগে মো'জেযাগুলি চাক্ষুষ করেছিলেন। এই কারণে, আল্লাহ্ তাআলা এই শেষ দলটিকে 'মিনহুম' শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন, যাতে বোঝা যায় যে অলৌকিকতা পরিদর্শনে তারাও সাহাবাদের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী। তেরো শত বছরে এমন নবুওয়াতের যুগ কে পেয়েছে ভেবে দেখুন।

আমাদের জামাত বহু দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মত। তারা খোদার নিদর্শন এবং ঐশী সমর্থনের সাহায্যে জ্যোতি এবং নিশ্চয়তা লাভ করে যেমনটা সেযুগে সাহাবীগণ লাভ করে থাকতেন। আল্লাহ্‌র পথে তারা সাহাবায়ে কেরামের মত মানুষের অভিশাপ, হাসি-ঠাট্টা, কটুক্তি এবং কঠোরতা সহ্য করে। তারা সম্মানিত সাহাবাগণের ন্যায় আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও স্বর্গীয় সাহায্যের দ্বারা পবিত্র জীবন লাভ করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক এমন যারা নামাযে কান্নাকাটি করে এবং সাহাবীদের মতো কান্নাকাটি করে সেজদার স্থান সিক্ত করে তোলে। তাদের অধিকাংশই সাহাবায়ে কেরামের মত ওহী ও ইলহাম দ্বারা ধন্য। এই জামাত যেমন সাহাবাগণের অনুরূপ, তেমনি যে ব্যক্তি এই জামাতের ইমাম সেও মহানবী (সা.) এর সাথে সাদৃশ্যের অধিকারী। যেমন মহানবী (সা.) স্বয়ং ইমাম মাহদীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি (আ.) তাঁর মতোই হবেন। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে দুটি সাদৃশ্য থাকবে, একটি হযরত মসীহ্ (আ.)-এর অস্তিত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য, যার কারণে

তাঁকে মসীহ্ বলা হবে এবং অপরটি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে মিল যার কারণে তাঁকে মাহদী নামে অভিহিত করা হবে।

তাঁর (আ.) দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন: মহান আল্লাহ্ যখন বর্তমান সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ্য করলেন যে, এ যুগ সব ধরনের অনৈতিকতা, পাপাচারে পরিপূর্ণ, তখন তিনি আমাকে সত্যের প্রচার ও সংস্কারের জন্য পাঠালেন। আর এই যুগটিও এমন ছিল যে, মানুষ হিজরীর ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে পৌঁছেছিল, তখন আমি লিখিত বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এই আদেশ পালনের আহ্বান জানাতে লাগলাম যে এই শতাব্দীর শুরুতে ধর্মের নব জীবন দান করার উদ্দেশ্যে যার আসার কথা ছিল সে আমিই, যাতে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়া ঈমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি।

তিনিই যে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ তার প্রমাণ কী? এর উত্তর হল, যে সময়, যে দেশ ও যে শহরে প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব পবিত্র কুরআন ও হাদিস দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং মসীহের অস্তিত্বের সপক্ষে যে বিশেষ কাজগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং মসীহ্ মাওউদের পার্থিব ও ঐশী ঘটনা প্রকাশের লক্ষণাবলী হিসাবে বিবেচিত সমস্ত বিষয় এবং প্রতিশ্রুত মসীহের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত সকল ঐশী জ্ঞান ও মারেফত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা আমার মধ্যে, আমার যুগে এবং আমার দেশে একত্রিত করেছেন।

জামাতের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, তেইশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ার মধ্যে এই ইলহাম ছিল যে মানুষ এই জামাতটি নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবে। প্রতিটি হীন ষড়যন্ত্রকে তারা কাজে লাগাবে, কিন্তু খোদা সর্বদা এই জামাতকে সমর্থন করবেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, এ প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বারাহীনে আহমদীয়ায় হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেছেন যে, তোমার ঠোঁটে বাগ্মিতা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণ ধারা সঞ্চারিত হয়েছে। হুযুর (আ.) এর কিতাবগুলিই হল এসবের প্রকৃষ্ঠ নিদর্শন। উৎকৃষ্ঠমানের আরবী ভাষায় বেশ কিছু পুস্তক হাজার হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণার সাথে প্রকাশিত হয় কিন্তু কেউই প্রতিযোগিতায় সামনে আসেনি।

দোয়া কবুলের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার হায়দরাবাদ দখিনের বাসিন্দা আব্দুল করিম পিতা আব্দুল রহমান নামে এক ছাত্রের উদাহরণ দেন, যিনি কাদিয়ানে পড়াশুনা করতে এসেছিলেন এবং তাকে একটি পাগল কুকুর দংশন করেছিল। সম্ভাব্য সকল চিকিৎসার চেষ্টা করার পর ডাক্তাররা যখন হতাশা প্রকাশ করলেন, এমন অবস্থায় তিনি (আ.) মহান আল্লাহ্র কাছে সকাতর দোয়া করলেন এবং এই উপলক্ষ্যে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ পরিস্থিতিও সৃষ্টি হল, ফলতঃ তাৎক্ষণিকভাবে সেই শিক্ষার্থী দ্রুত আরোগ্য পেতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে ওঠে।

হুযুর আনোয়ার তায়েদ-ইলাহী (ঐশী সমর্থন) সংক্রান্ত নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে ডক্টর আলেকজান্ডার ডুই, গোলাম-দাস্তগীর কাসুরি এবং চেরাগ দ্বীন জামুনির উদাহরণও উপস্থাপন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আজ যদি মুসলমানরা বুঝতে পারে যে, যে মসীহ্ ও মাহদীর আসার কথা ছিল, তিনি এসে গেছেন এবং তিনিই মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবক এবং তাঁর বয়াত করা মহানবী (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী অপরিহার্য, তাহলে মুসলমানরা পৃথিবীতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে, অন্যথায় তাদের যেমন আছে তেমনি থাকতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রমজান মাসে যেখানে আহমদীদের উচিত নিজেদের জন্য দোয়া করা, সেইসাথে জামাতের সব ধরনের ফিতনা এড়িয়ে চলার জন্যও দোয়া করবেন। মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের চোখ খুলে দিন, তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনুন এবং তাদের উপলব্ধি

করুন যে, খতমে নবুওতের মর্যাদাকে সর্বোত্তম অনুধাবনকারী হল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ এবং ইমাম মাহদী এবং তাঁর অনুসরনকারী জামাত।

পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষ করে তাদের দেশের জন্য দোয়া করা উচিত এবং পাকিস্তানি আহমদীদের জন্যও দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা দেশটিকে রাষ্ট্রদ্রোহী, দুর্বৃত্ত এবং স্বার্থপর উপাদান এবং নেতাদের থেকে রক্ষা করুন। একইভাবে বুরকিনা ফাঁসোর আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের বিশেষ করে দোয়াতে স্মরণ রাখবেন, প্রতি শুক্রবার কোন না কোন বিপদ সেখানে সৃষ্টি হয়।

আহমদীয়া বিশ্বের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ প্রত্যেক আহমদীকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন, এবং প্রত্যেক আহমদীকে অবিচলতা দান করুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণতা দান করুন। পৃথিবীর ধ্বংস এড়ানোর জন্যও দোয়া করুন। আজ পৃথিবী আগুনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। এটি বাহ্যত যুদ্ধের দিকেও ধাবিত হচ্ছে, এর কারণেও ধ্বংস আসতে চলেছে এবং নৈতিক পাপও চরমে পৌঁছেছে। আর এই লোকেরা যেভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে ত্যাগ করছে, তারা যেন আল্লাহ্‌র ক্রোধের উদ্রেককারী না হয় এবং এর কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি যেন না নেমে আসে।

আল্লাহ্ তাআলা আহমদীদের সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন। আহমদীদের তাদের দায়িত্ব ও অধিকার পালন করার সুযোগ দিন, এবং তাদেরকে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার আল-ফযল ইন্টারন্যাশনালকে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশের ঘোষণা প্রদান করেন এবং পাঠকদের তা পড়তে ও কেনার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই সাথে আল-ফযল পত্রিকার সম্মানিত লেখকদের জন্য দোয়ার উপহার প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েব সাইটটি ভিজিট করুন: https://ahmadiyyamuslimjamaat.in/books/nashr-o-ishaat/Stock-Price/Bangla/

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
24 March 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in